ভোরের কাগজ

FEB. 1 2 2002

তারিখ ... ...
... কলাম ... ...

বইমেলা

বইমেলায় প্রকাশিত কয়েকটি মননশীল বই : আহমদ শরীফের 'ইতিহাস ও সমাজচিন্তা', সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর 'ভূতের নয়, ভবিষ্যতের', হাসান শফির 'রাজনীতিহীনতার রাজনীতি' এবং মাইকেল প্যারেন্টির 'সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে'

মননশীল বইয়ের পাঠক কম

প্রতীক ইজাজ : গত শুক্রবারের পর বাংলা একাডেমী বইমেলার প্রকাশকদের এখন লক্ষ্য আগামী ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি দুদিন। 'পহেলা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস' উপলক্ষে ঐ দুদিন বিক্রি ভালো হবে বলেই তাদের প্রত্যাশা। আর সে জন্য ঐ দিনগুলোতে মেলা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খোলা রাখার ইচ্ছেও তাদের। তবে প্রকাশকদের এ দাবি পূরণের ব্যাপারে গতকাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষের কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি। অবশ্য আজ এ ব্যাপারে বইমেলা আয়োজক কর্তৃপক্ষ তাদের সিদ্ধান্তের কথা জানাতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এবারের বইমেলায় বিগত বছরগুলোর তুলনায় প্রকাশিত নতুন বইয়ের সংখ্যা এমনিতেই কম। আর সেই অনুপাতে মেলায় আসা প্রবন্ধ, সমালোচনা ও গবেষণাধর্মী বইয়ের সংখ্যা আরো কম। এমনকি শূন্যের কোঠায় এসব বইয়ের বিক্রিবাট্টাও। তবুও বেশ কিছু প্রকাশক বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশ করেছেন মেলা উপলক্ষে। এ উপলক্ষে র‌্যামন পাবলিশার্স-এর স্বত্বাধিকারী রহমতুল্লাহ রাজন বলেন, দায়িত্বও তো বটেই। সেই সঙ্গে বিভিন্ন রুচির পাঠকদের কথাও মনে রাখতে হয়।

সব মিলে বইমেলায় আসা প্রবন্ধ ও গবেষণাধর্মী বইয়ের সংখ্যা শতাধিক। এর মধ্যে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের পুনর্মুদ্রণও রয়েছে। তবে এসব বই প্রকাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে প্রকাশনা সংস্থা পড়ুয়া, মাওলা ব্রাদার্স, শ্রাবণ, অবসর, ঐতিহ্য, অনন্যা, অন্য প্রকাশ ও ম্যাসলাইন মিডিয়া সেন্টার। এদের মধ্যে এমনো প্রকাশনা দেখা গেছে, এ পর্যন্ত যাদের একটি বইও বিক্রি হয়নি। 'আফসোস নেই' বললেন, পড়ুয়ার স্বত্বাধিকারী কবির আহমেদ। বললেন, আমাদের দেশে সিরিয়াস পাঠক এমনিতেই কম। আর তা ছাড়া এগুলোর বিক্রি ধীরগতিতে হলেও সারা বছর ধরে বিক্রি হয়। তাই বইমেলা বিশেষ লক্ষ্য নয়।

পড়ুয়া এবার মেলায় এনেছে প্রবন্ধ ও গবেষণাধর্মী মোট ৬টি বই। এগুলো হলো, মাসকাওয়াথ আহসানের বিতর্ক চর্চাভিত্তিক বই 'বিতর্কের ধ্রুপদী উৎস', বিরূপাক্ষ পালের 'দ্বন্দ্বসূত্র', মফিজুর রহমান রুননুর 'যুক্তিবাদ', আহসান উল্লাহর 'প্রসঙ্গ: যুক্তিবিদ্যা', আমজাদ হোসেনের 'নকশালবাড়ী কৃষক আন্দোলন' ও 'বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস' এবং হাসানুল হক ইনুর 'তিন দশকে সেরা বাংলাদেশ'।

মহাত্মা গান্ধীর 'হিন্দু ধর্ম কী' বইটি মেলায় এনে পাঠকদের ব্যাপক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে র‌্যামন পাবলিশার্স। এই প্রকাশনীর আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বই মযহারুল ইসলামের 'সংবিধান বিষয়'। মাওলা ব্রাদার্স প্রকাশিত 'ইতিহাস ও সমাজচিন্তা' বইটির বিক্রি বেশ ভালো বলে জানিয়েছে বিক্রেতারা। এটি লিখেছেন প্রয়াত ভাষাবিদ, গবেষক ও পণ্ডিত আহমদ শরীফ। এই প্রকাশনীর অন্য বইগুলো হচ্ছে সেলিনা হোসেনের 'বাংলাদেশের মেয়ে শিশু' ও হাসান শফির 'রাজনীতিহীনতার রাজনীতি'। অবশ্য শেষের বইটির পুনর্মুদ্রণ করা।

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

মননশীল বইয়ের পাঠক কম

● শেষের পাতার পর

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আমেরিকান প্রগতিশীল চিন্তাবিদ ও নীতি বিশ্লেষক মাইকেল প্যারেন্টির 'সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে' বইমেলায় এনেছে শ্রাবণ। এই প্রকাশনার আরো তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বই হলো- শওকত আলীর বাছাই করা প্রবন্ধ নিয়ে সংকলিত 'শওকত আলীর প্রবন্ধ', সুফিয়া কামালের 'একালে আমাদের কাল' ও সাইফুল হকের 'বাংলাদেশে লুটেরা বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজত্ব ও গণতন্ত্রের প্রসঙ্গ'।

সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশের পাশাপাশি প্রবন্ধ ও গবেষণাধর্মী বই প্রকাশেও এগিয়ে ঐতিহ্য। এবার তাদের এই ধারার তিনটি বই মেলায় এসেছে। এগুলো হলো- সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর 'ভূতের নয়, ভবিষ্যতের', সুব্রত কুমার দাশের 'বাংলা কথাসাহিত্য যাদুবাস্তবতা এবং অন্যান্য' এবং কথাশিল্পী আবু জাফরের প্রবন্ধগ্রন্থ 'টুকরো টুকরো ছবি'। এই বইটিতে সংকলিত করা হয়েছে ১৯৯৮ থেকে গত বছর পর্যন্ত বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ।

অনন্যা প্রকাশ করেছে এই ধারার চারটি নতুন বই। এগুলো হলো- ডাক্তার উদ্দীনের 'উন্নয়ন ভাবনা', হাবিবুর রহমানের দুটি বই 'সমাজকর্ম ও মূল্যবোধ' এবং সমাজকর্ম', বোরহান আহমেদের 'আওয়ামী শাসন ও গণআন্দোলন' এবং রফিকউল্লাহ খানের 'কথাসাহিত্যের বিচিত্র বিষয় ও নন্দনতত্ত্ব'। অবশ্য আগামী প্রকাশনীর 'বিপন্ন গণতন্ত্র লাঞ্ছিত মানবতা' বইটি ব্যাপক পাঠক জনপ্রিয়তা পেয়েছে মেলায়। বইটি লিখেছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১ অক্টোবর নির্বাচনে ষড়যন্ত্র ও কারচুপি এবং নির্বাচনোত্তর সাম্প্রদায়িকতার অনুপুঙ্খ বর্ণনাই বইটির মূল বিষয়। এ ছাড়াও শোভা প্রকাশ থেকে প্রকাশিত আইয়ুব হোসেনের 'বাংলাদেশে কুসংস্কার', কামরুল হাসানের 'একজন মানুষের সম্ভাবনা', পার্ল পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত আতাহার আলী খানের 'শিল্পীর চোখ' ভালো বিক্রি হয়েছে বলে জানা গেছে।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বইগুলো হলো- 'সময় প্রকাশন'-এর সন্তোষগুপ্তের লেখা 'অন্যলোকে আলোকস্তম্ভ', সাদ উল্লাহর 'বাঙালি ও ইসলাম', আবু জাফর মজুমদারের 'বোর্হেসের সেরা রাত'। শিকড় প্রকাশ করেছে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞার 'নির্বাচিত প্রবন্ধ', এমাজউদ্দীন আহমদের 'শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ'। অবসর প্রকাশনা সংস্থা প্রকাশ করেছে মোস্তফা কামালের 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বাংলাদেশ' ও অনুপম সেনের 'বাংলাদেশ ও বাঙালি রেনেসাঁস স্বাধীনতা চিন্তা ও আত্মানুসন্ধান।'

অন্যান্য যে সব প্রকাশনা সংস্থা আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশ করেছে, সে প্রকাশনাগুলো হলো- নিউ শিখা প্রকাশনী, গতিধারা, মুক্তধারা, ম্যাসলাইন মিডিয়া সেন্টার, অন্য প্রকাশ, বিদ্যা প্রকাশ, চিত্রা প্রকাশনী, অন্তরীপ পাবলিকেশন্স ইত্যাদি। এদের প্রকাশিত বইগুলোও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে পাঠকদের কাছে।